দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ০৩-০৯-১৯৯৭ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ......

ফাজিল-কামিল ছাত্রদের বিসিএস প
অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বাধা কে

রুহুল আমীন খান

গত সংসদ অধিবেশনে প্রদত্ত শিক্ষামন্ত্রীর একটি বক্তব্য নিয়ে দেশের মাদ্রাসার ছাত্র সমাজ, আলেম সমাজ ও ইসলামী শিক্ষানুরাগী সকল মহলের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন সময়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে আওয়ামী লীগের জনাব জয়নাল হাজারীর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেছেন, ফাজিল ও কামিল পাস মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তিনি আরো বলেন, 'দ্বিতীয় শ্রেণী/ বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী অথবা এসএসসি বা এইচএসসি বা এর সমমানের যে কোন একটি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রীধারী প্রার্থীরা বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ফাজিল ও কামিল উল্লিখিত ডিগ্রীর সমতুল্য নয়'। সুতরাং ফাজিল ও কামিল পাস ছাত্রদেরকে বিএসএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া যাবে না। একেবারে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত এবং সাফ জবাব। সাথে সাথে এর কারণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। এরপরে এ ব্যাপারে সরকারের মনোভাব নিয়ে আর অস্বচ্ছতা বা অস্পষ্টতা থাকার কোন প্রশ্নই থাকে না। ব্যাপারটি যদি এমন হত যে, বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে বা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তাহলেও না হয় কিছুটা আশা-ভরসার অবকাশ থাকত। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর জবাব সাফ। বিবেচনাধীন বা প্রক্রিয়াধীন থাকা তো দূরের কথা, মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের কোন পরিকল্পনাই এই সরকারের নেই। কিন্তু এরপরও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, ব্যাপারটা আসলেই কি এ রকম ছিল? বিষয়টি খোলাসা করার জন্য এর প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা দু'ধরনের। এর একটি ধারার সাথে সরকারের কোনই সম্পর্ক নেই— এটিকে কওমী মাদ্রাসা বা দেওবন্দী নেছাবের মাদ্রাসা বলা হয়। অন্য ধারাটির সাথে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সরকারের সম্পর্ক ছিল এবং এখনও যথারীতি বহাল আছে। এটিকে বলা হয় আলিয়া নেছাবের মাদ্রাসা। সরকারের সাথে মাদ্রাসা বিষয়ক দেন-দরবার, আলাপ-আলোচনা যা হয় তা এই আলিয়া নেছাবের মাদ্রাসা নিয়েই। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ছাড়া অন্য কোথাও এ ধরনের মাদ্রাসা নেই। এই নেছাবের মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ব্যাপারে ধর্মীয় এবং বৈষয়িক উভয় দিকের প্রয়োজনীয়তার প্রতি বরাবর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই আলিয়া নেছাবের মাদ্রাসার রয়েছে দু'শতাধিক বছরের ঐতিহ্য। এক দিকে ইসলামী বিষয়াবলী তথা কুরআন শরীফ, তাফসীর, হাদীস, উসুল, ফিকাহ, আকাইদ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানদান এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক তথা বৈষয়িক বিষয়াবলী সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় জ্ঞানদানের ব্যবস্থা রয়েছে এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে। সেই বৃটিশ শাসনামল হতে আরম্ভ করে পাকিস্তানী আমল এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর হতে এ পর্যন্ত এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর সংস্কার সাধন করা হয়েছে বহুবার। দেশের খ্যাত শিক্ষাবিদ ও আলেমদের নিয়ে বিভিন্ন সময় গঠিত য়েছে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে করা হয়েছে এর প্রয়োজনীয় সংস্কার। প্রখ্যাত ক্ষাবিদ প্রফেসর শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে র্তমান সরকার যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঠন করেন, যার প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করা য়েছে, ঐ প্রতিবেদনেও প্রথম অধ্যায়ের সারসংক্ষেপের ধ্যে এবং স্বতন্ত্রভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে রিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ১ম অধ্যায়ের দ্রাসা শিক্ষা শিরোনামের অংশে বলা হয়েছে, "মাদ্রাসা ক্ষার দু'টি ধারা— একটি ইসলামী শরীয়তের ওপর তিষ্ঠিত, অপরটি অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত। এই ক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা পরস্পর পূরক। এর লক্ষ্য শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, াজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাঙ্গীন াশ ও উন্নয়ন সাধন করা। শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান াহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এ বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ইসলামের যথার্থ সেবক ও রক্ষক রূপে শিক্ষার্থীদের তৈরী করা। তাদের এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতি ভাল করে জানে, সে অনুসারে সুদৃঢ় নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ও তার উন্নয়ন বিধানে উদ্যোগী হয়"। এরপরে সুপারিশের ১ম নাম্বারে বলা হয়েছে ঃ "বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে প্রতিষ্ঠিত"।

মাদ্রাসা শিক্ষা যেখানে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সরকার কর্তৃকই স্বীকৃত, সেখানে সাধারণ শিক্ষার সাথে এর বৈষম্য থাকবে কেন প্রশ্নটা সেখানে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। একমাত্র সেই একটি মাদ্রাসাই সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেটি বাদ দিয়ে সবগুলি মাদ্রাসা গড়ে ওঠেছে এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের প্রচেষ্টায়। তারাই এজন্য জমি দান করেছেন, গৃহ, আসবাব-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেছেন, শিক্ষকদের বেতনের টাকা যুগিয়েছেন, ছাত্রদের লজিং রেখেছেন। মাদ্রাসার সাথে এদেশের জনগণের রয়েছে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। অপরদিকে সেই জামানা থেকে যখন যে সরকারই এসেছে প্রায় সকলেই প্রদর্শন করেছে বিমাতাসুলভ মনোভাব। মাদ্রাসার প্রতি জনগণের অকৃত্রিম সম্পর্কের কারণে অনেকে মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে চাইলেও জনতার রুদ্ররোষে পতিত হওয়ার ভয়ে তা করতে সাহস পায়নি। অপরদিকে মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে ১৯৩৬ সালে কলিকাতায় বসেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'জমিয়াতুল মোদারেছীন' নামে মাদ্রাসা পেশাজীবীদের প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গড়ে ওঠে মাদ্রাসা ছাত্রদেরও বলিষ্ঠ সংগঠন। দেশের আলেম-উলামা, ইসলামী শিক্ষাবিদ ও ধর্মপ্রাণ জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতায় এ অরাজনৈতিক মাদ্রাসা শিক্ষক প্রতিষ্ঠান ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ সংগঠন এবং মাদ্রাসা ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন, মান ও আর্থ-সামাজিক সুবিধাদি অর্জনের লক্ষ্যে চলতে থাকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে বিশেষ করে ১৯৭৬ সাল থেকে এ আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠে। সরকারের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেশ কিছু দাবী-দাওয়া পূরণ হয়। তারপরও থেকে যায় মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে অনেক বৈষম্য। দেশে ইসলাম-বিদ্বেষী একটি মহল বরাবরই বিদ্যমান ছিল। পৈত্রিক পরিচয়ের সূত্রে মুসলিম নামধারী হলেও এদের অনেকেই কুরআন, হাদীস, ইসলামী শরিয়াহ, ইসলামী আদর্শ, ইসলামী তাহজীব, তমদ্দুনের দুশমন। এরা ধর্মকে মনে করে কুসংস্কার, ইসলামী শিক্ষাকে মনে করে মেধা ও অর্থের অপচয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মনে করে তাদের বিকৃত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার পথে প্রধান অন্তরায়। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে তাদের ষড়যন্ত্রের শেষ নেই, অভিযোগের অন্ত নেই, অপপ্রচারের সীমা নেই। সকল সরকারকেই তারা মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দিয়ে এসেছে, প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে, ভুল ধারণা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছে। সরকার যেহেতু এদেশের জনগণের মন-মানসিকতা সম্পর্কে, তাদের ধ্যান-ধারণা, বোধ-বিশ্বাস, আশা-আকাংক্ষা সম্পর্কে একেবারে বেখবর নয়, তাই তারা ঐসব কুবুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত না হলেও মাদ্রাসা শিক্ষার যথাযথ মূল্যায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ও এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের প্রতি অবজ্ঞা অব্যাহতই রয়েছে। অবসান ঘটেনি বৈষম্যের। এমন কি আমরা অতীতে দেখেছি সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী পর্যন্ত বহু সময় মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করেছেন যা একজন গ্রাম্য অজ্ঞ মূর্খ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিও করে না। মাদ্রাসার বর্তমান পাঠ্যক্রমে বাংলা, ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞানসহ আধুনিক সব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মাদ্রাসার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা যেখানে মাদ্রাসা থেকে সরাসরি গিয়ে মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে সেখানে থেকে কৃতিত্বের সাথে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এসে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক বিষয়াবলীতে ভর্তি হয়ে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে, সেখানে দায়িত্বশীল হোমরা-চোমরা ব্যক্তি অনেক সময় প্রশ্ন করেন, জানতে চান, মাদ্রাসার ছেলে মাতৃভাষা বাংলা লিখতে বা পড়তে জানে কিনা। এসব যে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যেরই ফল তা না বললেও চলে।

যা হোক, কথা শুরু করেছিলাম বিগত জাতীয় সংসদ অধিবেশনকালে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের একটি বক্তব্য নিয়ে। জানি না তিনি কী কারণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ ঘোষণা দিলেন যে, কামিল ও ফাজিল পাস ছাত্রদেরকে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোন পরিকল্পনা সরকারেই নেই। আমরা বুঝতে পারছি না সরকার তার পূর্ব সিদ্ধান্ত পাল্টালেন, না শিক্ষামন্ত্রী কোনো তথ্য না নিয়েই এ মন্তব্য করলেন। কারণ মাদ্রাসার ছাত্রগণ এ নিয়ে দীর্ঘকাল যাবত আন্দোলন করে আসছে, তারা এ সরকারের কাছেও বারবার স্মারকলিপি পেশ করেছে, এমনকি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেও তাঁর নিকট তাদের এ দাবী পেশ করেছে এবং তিনি তাদের দাবী বিবেচনার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন বলেও পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বারবার সরকারের নিকট দাবী জনানো হয়েছে। অবশেষে সরকারও বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও প্রাসঙ্গিক কাজগুলোতে হাত দিয়েছেন বলে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে এক বছরেরও পূর্ব থেকে।

আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থনে বিগত ১৮-৮-৯৭ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কিছু অংশ তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করি। দুই কলামব্যাপী ঐ প্রতিবেদনের শিরোনামে ছিল "ফাজিল শ্রেণীকে ডিগ্রী ও কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমান প্রদানের চিন্তা-ভাবনা"। এরপর পত্রিকাটিতে লিখা হয়েছিল "দেশের মাদ্রাসাসমূহের ফাজিল শ্রেণীকে ডিগ্রী এবং কামিল শ্রেণীকে মাস্টার্স শ্রেণীর সমমান দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা চলিতেছে। এই লক্ষ্যে মাদ্রাসাগুলোতে প্রচলিত ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসার একাডেমিক এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণের জন্য একটি স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইতিপূর্বে এরশাদ সরকারের সময় মাদ্রাসার দাখিল শ্রেণীকে এসএসসি এবং আলিমকে এইচএসসি পরীক্ষার সমমান দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখন ফাযিল ও কামিলের কোন সমমান নির্ধারিত হয় নাই। স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় ফাযিল ও কামিল পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদান করিবে। তবে দাখিল ও আলিম পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট